দৈনিক সংবাদ C52

তারিখ ... 4 JUN 1988
পৃষ্ঠা ... ৪ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে

॥ আমীর খসরু ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের চিন্তাভাবনা চলছে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে সরকারী উচ্চতর পর্যায়ে পর্যালোচনা ও আলাপ-আলোচনা চলছে বলে একটি সূত্র জানায়। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তবে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ১১ নম্বর আদেশ বলে জারি করা হয়। পরবর্তী সময়ে অধ্যাদেশের কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি (ধারা-১০), সিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি (ধারা-২০), বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃ: ৮-এর ক: দ্র:)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

বিধি (৩৬, ৩৭, ৩৮) ও আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের শর্ত আরোপের বিষয়-এ সংশোধনী আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ৩৯ নম্বর বিধি অনুসারে সিনেটের নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের তেমন কোন সম্ভাবনা নেই বলে জানা গেছে।

সিনেট নির্বাচন পদ্ধতি

সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট-দের ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন নিয়েই মূলতঃ দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সিনেটের গত বছরের ২৫শে জুন অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সিন্ডিকেটের গত ৭ই জুনের বৈঠকে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিধির ৩৯ ধারায় সংশোধনী অবিলম্বে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়।

গত বছরের ২৫ জুন সিনেটের বৈঠকে কে, এম সাদ উদ্দীন প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশবলে প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন, 'প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটকে সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ফটো সম্বলিত একটি পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। পরিচয় পত্রসহ প্রত্যেক রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট একটি নির্ধারিত দিনে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট দেবেন।'

সিনেট সদস্য ডঃ আনোয়ারুর রহমান খান রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। ডঃ এম আখতারুজ্জামান প্রস্তাব করেন যে, রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের আবেদনপত্রে ঠিকানা লিখতে হবে নিজ বাসা অথবা নিজস্ব কর্মস্থল অথবা নিজস্ব ডাকবাক্স।

সভায় এসব প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সিনেট ও সিন্ডিকেটের এই সভাগুলোতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল।